সম্পূর্ণ ১১ জেলা সফর, অভিযোগ ও মতামত সহ ৭০০ চিঠি অভিষেককে

রাহুল চক্রবর্তী • বাঁকুড়া

কোথাও রাস্তা খারাপ। কোথাও রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। কোথাও আবার আবাস যোজনায় ঘর পাচ্ছেন না বাসিন্দা। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসংযোগ যাত্রায় বেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এমনই নানা ধরনের অভিযোগ পাচ্ছেন। অভিষেক কোচবিহার থেকে যে-যাত্রা শুরু করেছেন, তা ১১টি জেলা অতিক্রম করে ফেলেছে। এপর্যন্ত সাতশোর কাছাকাছি চিঠি জমা পড়েছে তাঁর কাছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যেমন অভিযোগ জানিয়েছেন, তেমনই নানা মতও জানিয়েছেন তাঁরা। অভিযোগগুলিকে সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করছেন অভিষেক। সমস্যার গুরুত্ব বিচার করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগও নিতে শুরু করেছেন তিনি। আর উত্তর যেটাই হোক, তা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের হাসি চওড়া করছে। এমনকী, অভিযোগের সমাধানের জন্য টিম গঠন করে দিয়েছেন তিনি। অভিষেক বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রতি বাংলার মানুষ আস্থা রাখেন। তাই নরেন্দ্র মোদির কাছে অভিযোগ জানান না তাঁরা, জানান মমতারই কাছে। কারণ, তাঁরা বোঝেন, সুরাহা মিলবে সেখানেই।'

দ্রুত সমাধানে চওড়া হল মানুষের হাসি

রানিবাঁধ ব্লকের খাতরায় জাহের থানে পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। মঙ্গলবার ভৈরব দাসের তোলা ছবি।

২৫ এপ্রিল থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা সফর করে ফেলেছেন অভিষেক। লক্ষণীয় যে, এই যাত্রার শুরুর দিন থেকেই অভিষেক যেটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা হল—মানুষের মতামত গ্রহণ। এলাকার সমস্যা এবং চাওয়া-পাওয়ার গল্প শুনছেন তিনি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে কনভয় থামিয়ে, নীচে নেমে সবার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনছেন। আবার চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে বৈঠকি আড্ডাতেও মানুষের মতামত নিচ্ছেন। অভিষেককে কাছে পেয়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের বহু সমস্যার কথা চিঠির আকারে তুলে ধরছেন।

দেখা গিয়েছে, অভিযোগপত্র একত্র করার জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন। প্রত্যেকটি চিঠি দেখে খাতায় লেখা হচ্ছে। ক্যাম্পে বসে সেসব খতিয়ে দেখছেন অভিষেক। তৃণমূল সূত্রের খবর, রেশন কার্ড, বার্ধক্য ভাতা, রাস্তা খারাপ, বাড়ির সমস্যা, রাস্তায় আলো জ্বলছে না প্রভৃতি অভিযোগ জমা পড়েছে। সেসবের দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন দেখা গেল, জলপাইগুড়ি জেলায় রাস্তায় আলো জ্বলছে না বলে এক তরুণী অভিযোগ করেন। অভিষেক তাঁর দ্রুত সুরাহার ব্যবস্থা করেছেন। আবার এও দেখা গেল, পূর্ব বর্ধমানের বড়বৈনান মণ্ডলপাড়ায় রাস্তা সাড়াইয়ের জন্য মাপজোখের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগের সমাধান হওয়ায় রাস্তায় নেমে অভিষেককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মহিলারা। আবার রায়গঞ্জের বাসিন্দা সমীর সান্যাল অভিষেককে অভিযোগ জানানোর পরই রেশন পেতে শুরু করেছেন। মুর্শিদাবাদের কুলিতে এক ব্যক্তি চায়ের দোকানে বসে রাস্তা খারাপের অভিযোগ করেন। তারও সমাধান করলেন অভিষেক। মুর্শিদাবাদ জেলার আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে সুস্থ পরিবেশ ফেরানোরও চেষ্টা করেছেন তিনি। এমনকী, অভিষেকের ডাকে সাড়া দিয়ে আরএসএস কর্মীও তাঁর কাছে এসেছেন অভিযোগ জানাতে। তিনিও সুফল পেতে চলেছেন। বাঁকুড়ার এক বাসিন্দাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এবং হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অভিষেক বলেছেন, 'মানুষ তাঁর সমস্যার কথা জানাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের কাজ, সেটার দ্রুত সমাধান করা।'